নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৫

১৪ - ২০ জুন

"সচেতন হই এবং নৌ দুর্ঘটনা পরিহার করি"

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
১৪ জুন ২০১৫

বাণী

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ১৪ জুন থেকে সপ্তাহব্যাপী 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৫" উদ্‌যাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

নদী মাতৃক বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নৌ পরিবহনের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য নৌ পরিবহনকে অধিকতর আকর্ষনীয় করার জন্য সুস্থ পরিবেশ, নৌ এবং যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হওয়ায় মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব বেশী থাকে। ফলে এই সময়ে নৌ দুর্ঘটনার আশংকাও বেশী দেখা যায়। এ রকম একটি সময়ে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এবারের নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'সচেতন হই এবং নৌ দুর্ঘটনা পরিহার করি' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং অন্যান্য বিরূপ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিধি-বিধান মেনে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে নৌযান পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৫' এর সাফল্য কামনা করি ।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
১৪ জুন ২০১৫

বাণী

নৌ-নিরাপত্তা উন্নয়নে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের উদ্যোগে নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৫ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "সচেতন হই এবং নৌ দুর্ঘটনা পরিহার করি" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম নৌপথ। এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নৌ পরিবহনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের সরকার গত সাড়ে ছয় বছরে নৌ-পথের নাব্যতা পুনরুদ্ধার, নদী দখল ও দূষণমুক্ত রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর পানি প্রবাহ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ এ খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। নৌ দুর্ঘটনা হ্রাসে নদীবন্দরসমূহে নিরাপত্তা জোরদার, অনুমোদিত ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌযান নির্মাণ, ত্রুটিপূর্ণ নৌযান সনাক্তকরণ, নৌযান রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, মেরিন অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকীকরণ, আন্তর্জাতিক কনভেনশন বাস্তবায়ন, নৌ নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ও আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল পুনরায় চালু করা হয়েছে। আমরা নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের এসকল কার্যক্রমের ফলে নৌ পরিবহন খাত আধুনিক, গতিশীল ও সেবামূখী হয়েছে। জনগণ কাঙ্ক্ষিত নৌ সেবা পাচ্ছেন।

বর্তমানে ইজিআইএমএনএস প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকায় কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ উপকূলীয় এলাকায় ৭টি কোস্টাল রেডিও স্টেশন ও ৪টি নতুন বাতিঘর তৈরির কার্যক্রম চলছে, যা উপকূলীয় এলাকায় জাহাজ চলাচলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে।

আমি আশা করি, পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ নৌ ভ্রমণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা আরও তৎপর হবে। নৌ-পথে ভ্রমণকারী যাত্রী, নৌ যান কর্তৃপক্ষ এবং নদী ও নৌযানের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নৌ আইন মেনে চলে দেশের নৌ নিরাপত্তাকে আরও সুদৃঢ় করবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় আমরা দুর্ঘটনামুক্ত নৌ-নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

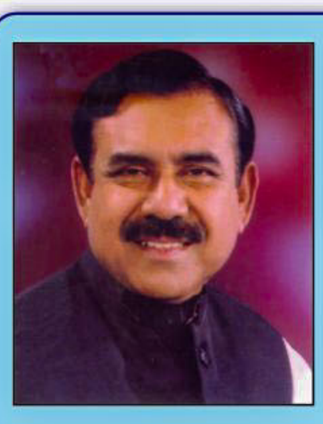

শাজাহান খান, এম.পি
মন্ত্রী
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

নদ-নদী বিধৌত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নদী পথে চলাচলরত নিবন্ধিত প্রায় ১০(দশ) হাজার অভ্যন্তরীণ নৌযানে যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর এর উদ্যোগে 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ' পালিত হচ্ছে। নদীপথে যাতায়াত অন্যান্য মাধ্যম অপেক্ষা অধিকতর সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও আরামপ্রদ হওয়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার নদী পথের গুরুত্ব অনুধাবন করে নৌ পথ সংরক্ষনে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের সকল নদ-নদী দখলমুক্ত করার জন্য উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার এবং নদীর নাব্যতা ও স্বচ্ছ নদী প্রবাহ ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। এদেশে প্রবাহমান রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী। এই সকল নদীপথে পণ্য পরিবহনে নৌযান সমূহের অবদান অনস্বীকার্য। নৌ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বর্তমান সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নৌযানের কাঠামোগত উপযুক্ততা নিরাপদ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নদী পথ সংরক্ষণে বৎসরব্যাপী নদী খননের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ৫৩টি নৌপথ সংরক্ষনের জন্য সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২৪টি এবং ১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ খনন কাজ চলমান রয়েছে। নদী খননের লক্ষ্যে ১৪টি নতুন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। অনাকাংখিত নৌ-দুর্ঘটনায় দ্রুত উদ্ধার অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে দু'টি অত্যাধুনিক উদ্ধারকারী জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে।

বিধি মোতাবেক নৌযান নির্মাণ, রক্ষনাবেক্ষণ, নৌ পরিচালনায় দক্ষ জনবল তৈরী, সুস্থ নৌ পরিবেশ এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নিরাপদ নৌ-পরিবহন নিশ্চিত করা সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে এ বছরের নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "সচেতন হই এবং নৌ দুর্ঘটনা পরিহার করি" যথার্থ। আমি এ উপলক্ষে নৌ সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি নৌ প্রতিষ্ঠান, নৌযান মালিক, শ্রমিক এবং যাত্রীগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ, ২০১৫ এর সফলতা কামনা করি।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে-ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শাজাহান খান, এম.পি

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম
সংসদ-সদস্য, ২৬৪, চাঁদপুর-৫ (হাজীগঞ্জ-শাহরাস্তি)
সভাপতি, 'নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়' সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
সদস্য, 'পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়' সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

শুভেচ্ছা বাণী

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৪ থেকে ২০ জুন তারিখ পর্যন্ত **"নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ"** পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এবারের নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য **"সচেতন হই এবং নৌ দুর্ঘটনা পরিহার করি"**। চলমান ঝড়ো মৌসুমের আলোকে এই প্রতিপাদ্য প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

নদী মাতৃক বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব নৌপথে অসংখ্য ছোটবড় নৌযান যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত থাকে। দেশের সিংহভাগ ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হয় নদীপথে। এক তৃতীয়াংশ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে অভ্যন্তরীন নৌযান ও নৌপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

নৌপথে যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার সর্বাগ্রে বিবেচ্য। নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব নৌ চলাচল নিশ্চিত করতে **"নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ"** নৌযান সেক্টরের সকলের মাঝে সচেতনতা তৈরী করবে বলে আমি আশা পোষণ করছি।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহনে **"নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ"** উদ্‌যাপন হচ্ছে। তাই সকল মহলকে এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

এ উপলক্ষে সকল সরকারি ও বেসরকারি নৌ-প্রতিষ্ঠান, নৌযানের মালিক, শ্রমিক এবং যাত্রীগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবেই সচেতন থাকার আহ্বান জানাই। তাহলেই জনগণ কাঙ্খিত নিরাপদ নৌ সেবা পাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১৫ সফল হোক সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আমার শুভ কামনা রইল।

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এমপি

শফিক আলম মেহেদী
সচিব
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

নদীমাতৃক আমাদের এই দেশে আবহমান কাল হতেই নৌ-পরিবহন খাত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও যাত্রী পরিবহনে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য এবং যাত্রী অপেক্ষাকৃত কম খরচে নদী পথে চলাচল করে। বর্ষা মৌসুমে দুর্ঘটনা মুক্ত নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নৌ চলাচলে সকলের সচেতনতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এ বছর নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় "সচেতন হই এবং নৌ দুর্ঘটনা পরিহার করি" সময়ের নিরিখে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দেশ। নৌ পথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ খাতের প্রতিটি স্তরে দক্ষ জনবল তৈরি ও তাদের নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টার ফলে নৌ দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১৫ এর সার্বিক সাফল্য এবং সবার জন্য শুভ কামনা করছি।

শফিক আলম মেহেদী

কমডোর এম জাকিউর রহমান ভূঁইয়া, বিএসপি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক
সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নদীমাতৃক বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌ পরিবহনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ২৪,০০০ কি.মি নৌপথে অসংখ্য ছোট বড় নৌযানে দেশের আনুমানিক এক তৃতীয়াংশ যাত্রী ও পণ্য পরিবাহিত হয়। নিরাপদ নৌ চলাচল, দক্ষ নাবিক সৃষ্টি এবং কার্যকর, পরিবেশ বান্ধব ও সাশ্রয়ী নৌ পরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

নৌ নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য আইনের আধুনিকায়ন ও কঠোরভাবে প্রয়োগসহ নৌযান ডিজাইনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাস্তবায়নাধীন ইজিআইএমএনএস প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূল এলাকায় ৭টি কোস্টাল রেডিও স্টেশন ও বিদ্যমান ৩টি লাইট হাউস আধুনিকায়নসহ নতুন ৪টি লাইট হাউস নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আন্তর্জাতিক চাহিদাপূরণসহ সার্বক্ষনিক নৌযানের সাথে যোগাযোগ, আধুনিক নেভিগেশনাল সহায়তা ও ভ্যাসেল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নৌ নিরাপত্তা প্রসারিত হবে। পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকায় রাতে চলাচলরত মাছধরাসহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ছোট ছোট নৌযানসমূহের একমাত্র দিক নির্দেশক হিসাবে এই লাইটহাউসগুলো কাজ করবে।

নৌ নিরাপত্তার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বরাবরের মতো এবারও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৫' পালন করছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "সচেতন হই এবং নৌ দুর্ঘটনা পরিহার করি" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন মোতাবেক সচেতনতা অবলম্বন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। নিরাপদ নৌ চলাচল নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৪-২০ জুন নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ উদযাপন সফল হবে বলে আমি আশাকরি।

সপ্তাহব্যাপী এ কার্যক্রমকে সফল করার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ, নৌযান শ্রমিক, নৌযান মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান করছি।

নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কমডোর এম জাকিউর রহমান ভূঁইয়া, বিএসপি, পিএসসি, বিএন

"সচেতন হই এবং নৌ দুর্ঘটনা পরিহার করি"

এ, কে, এম, ফখরুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারক
সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান দেশটিকে করেছে নদী মাতৃক। আবহমান কাল থেকে এ দেশের মানুষের সবচেয়ে স্বাশ্রয়ী ও নিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৭০০ নদ-নদী। প্রতিবছর নদী পথে বেয়ে আসা ২.৪ বিলিয়ন টন পলি মাটি উর্বর করেছে বাংলাদেশের স্থলভূমি। ফলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর উপকূলে জেগে উঠা নতুন নতুন চর ব্যবহৃত হচ্ছে বাড়তি জনসংখ্যার আবাসস্থল রূপে।

এ দেশের অভ্যন্তরীণ নদী পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) কিলোমিটার। এতে চলাচল করে ১৫ ধরনের প্রায় ১০,০০০ নিবন্ধিত এবং ৫০,০০০ অনিবন্ধিত নৌযান। ৫৩ টি নৌ-রুটের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবাহিত হচ্ছে প্রায় ৯০ শতাংশ তেলজাত দ্রব্য, ৭০ শতাংশ মালামাল ও ৩৫ শতাংশ যাত্রী। নৌযান গুলোতে কর্মরত আছে ১৯,০০০ (উনিশ হাজার) জন মাস্টার ড্রাইভারসহ প্রায় ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) নৌ-শ্রমিক। প্রতি বছর নিবন্ধিত নৌ-যানের সংখ্যা বাড়ছে প্রায় ৫০০টি। ফলে শুধু অভ্যন্তরীণ নৌ-যানে প্রতিবছর কর্মসংস্থান হচ্ছে প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) নৌ-শ্রমিকের। বেশ কিছু নৌ-শ্রমিক আবার বিদেশী নন-কনভেন্শনাল/ ইন্ল্যান্ড জাহাজে চাকুরী করে দেশের জন্য অর্জন করছেন উল্লেখ্যযোগ্য পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা।

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সাথে গড়ে উঠছে বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যে দেশে নৌ-যানের আধুনিক নকশা তৈরীর জন্য ১৪টি ডিজাইন হাউজ, ৫৪টি ডক ইয়ার্ড, ৮৩টি শিপ ইয়ার্ড,৩৩টি ওয়ার্কশপ ও কয়েকটি নির্মাণ তদারকি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন আরো কয়েক হাজার ইঞ্জিনিয়ার, নৌ-স্থপতি এবং নির্মাণ শ্রমিক। অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন খাতে শুধুমাত্র নৌ-যান মালিকদের বিনিয়োগ প্রায় ১২,০০০ (বার হাজার) কোটি টাকা। প্রতি বছর বিনিয়োগ বাড়ছে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। এটি একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত যাতে অনায়াসে হাজার হাজার কোটি টাকার দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আসতে পারে। সম্প্রতি স্বাক্ষরিত কোষ্টাল শিপিং এগ্রিমেন্ট, অন্যান্য সফল চুক্তি শিপিং ব্যবসাকে করবে আরো বেগবান। ফলে নৌ-শিল্পে ঘটবে বিপ্লব, দূর হবে দারিদ্র।

এ দেশের আর দশটি খাতের মত নৌখাতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সালে ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনায় এমভি মোস্তফা লঞ্চের ৮০ জন যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে সৃষ্ট ক্ষত এখনও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন খাত ভুলতে পারেনি। এ ঘটনায় প্রাণহানীর সাথে সাথে সম্পদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, যা বিশ্ব ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ফলাও করে প্রচার করেছে। এতে করে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে নৌ-যানের গুনগত মান ও নৌ-ব্যবস্থাপনা এবং নৌ নিরাপত্তা। এর আগে ২০১৪ সালের ৯ ডিসেম্বর সুন্দর বনের শ্যালা নদীতে তেলবাহী ট্যাংকার ডুবিতে পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি আমাদেরকে এখনও আতংকিত করে। ১৯৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫৬৩টি নৌ-দূর্ঘটনায় প্রাণহানী হয়েছে প্রায় ৪,৬১০ (চার হাজার ছয়শত দশ) জন মানুষের, আহত হয়েছে ৫০৯ জন, নিখোঁজ রয়েছে ৪৬২ জন। উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে এসব দূঘটনার কারণ সনাক্ত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের দূর্ঘটনা এড়ানোর নিমিত্তে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা চলমান।

তাই বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে এ বছরের নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয় **"সচেতন হই এবং নৌ দুর্ঘটনা পরিহার করি"** প্রকৃত অর্থেই সময়োপযোগী হয়েছে। যাত্রী ও পণ্য পরিবহন নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব করার লক্ষ্যে নৌ-যান মালিক, চালক, যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর নৌ-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং নৌ পরিবহন খাতের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌ-সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, প্রতিবছর নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। নৌ-পরিবহন খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে, মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, নৌ-শিক্ষা কারিকুলাম প্রনয়ণ, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদায়ন, ট্র্যাকিং, সফটওয়্যারের মাধ্যমে নৌ-যানের নকশা অনুমোদন, শিপ বিল্ডিং তদারকী করণ, শিপ পরিদর্শন , ভ্রাম্যমান নৌ-আদালত পরিচালনা, নৌ শুমারী করা, নৌযানসমূহের ডিজিটাল ডাটাবেইজ তৈরীসহ দক্ষ জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাবনা অনুমোদন ও বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের কোস্টাল এলাকাসহ সমুদ্রসীমা মনিটরিং, নৌ নিরাপত্তা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উদ্ধার কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করার লক্ষ্যে দেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহে ৭টি কোস্টাল রেডিও স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে রয়েছে।

নদীগুলির নাব্যতা বজায় রেখে নদী পরিচর্যা, নদী শাসন ও নদী আন্তঃসংযোগ সঠিকভাবে করতে পারলে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনে প্রচুর দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হতে পারে। ঘটতে পারে পর্যটন শিল্পের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ, বাড়তে পারে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান। এছাড়া বাড়বে মৎস আহরণ, কৃষি পণ্যের উৎপাদন এবং কমবে পরিবহন ব্যয়, পরিবেশ দূষণ ও দারিদ্রতা। ফলে নৌ-পরিবহন খাত ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

নৌ-যান মালিক, নৌ-শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমুহের সমন্বিত প্রচেষ্টা, বাস্তবমুখী ও পরিবেশ বান্ধব কর্ম পরিকল্পনা, নৌ-পরিবহন খাতে বিশেষজ্ঞদের মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার, বিনিয়োগ সুরক্ষা, প্রযুক্তির ব্যবহার, নৌ-যান মনিটরিং ও কন্ট্রোল টাওয়ার স্থাপন, সর্বোপরি জন সচেতনতার মাধ্যমে নৌ-দুর্ঘটনাসহ যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে ডিজিটাল মেরিটাইম বাংলাদেশ গঠনে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।